মুক্তপুরুষ হরিদাস

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

এটি মুক্তপুরুষ হরিদাসের জীবনী।

হরিদাস চক্রবর্তী বি.এ., বি.টি। এখানকার স্কুলে অনেকদিন ধরিয়া মাস্টারি করিতেছেন। সম্প্রতি মুশকিল হইয়াছে এই যে, একে দিনে রাতে চোখের অসুখে তিনি রীতিমতো ভুগিতেছেন, তাহার উপর হেডমাস্টারের কড়া তাগাদা—হাফ-ইয়ারলির খাতাগুলো আর ক'দিন ফেলে রাখবেন মশাই? সব মাস্টারদের খাতা দেওয়া হয়ে গেল, আর আপনি ফাইভ উইক্‌স্ খাতা নিয়ে বসে আছেন— একখানাও দেখলেন না—এতে করে স্কুলের কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্চে।

হরিদাসবাবু বিনীতভাবে বলিলেন—চেষ্টা তো করচি স্যার, চোখের জন্যে পড়তে পাচ্চি না, দিচ্চি যত শিগ্‌গির হয়—

আবার তিন দিন গেল। আবার হেডমাস্টার কড়া তাগাদা দেন—কি মশাই, এখনো আপনি খাতা দিচ্চেন না?

—দিচ্চি স্যর, আর দু-পাঁচটা দিন—

—না মশাই, তা হবে না। আপনি পরশু নিশ্চয় খাতা দেবেন, নয়তো স্টেপ নিতে বাধ্য হবো। আমি কোনো আন্‌প্লেজ্যান্ট ব্যাপার করতে চাই নে, কিন্তু—

তার উপর বাড়িতে একপাল ছেলেমেয়ে দিনরাত খাই-খাই করিতেছে, তাহাদের খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে, ত্রিভুবনে হেন বাপ-মা আজও জন্মগ্রহণ করে নাই। সামান্য বিয়াল্লিশ টাকা বেতনের স্কুলমাস্টার হরিদাসবাবু এই যুদ্ধের বাজারে আর কত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে পারেন?

খাতা একটি গাদা। সকালে উঠিয়া টিউশনি করিতেই সময় কাটিয়া যায়, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একটা কথাবার্তা বলিবার পর্যন্ত সময় হয় না। বাজার করিতে হয় টিউশনি করিয়া ফিরিবার পথে। বাড়িতে গিয়াই শুনিতে হয়, গিন্নি বলিয়া বসেন, আজ একখানা শাড়ি দ্যাখো, যেখানেই হোক, মেয়েটা কি ন্যাংটো হয়ে থাকবে? তোমার না হয় গা হিম করে বসে থাকলে চলে, আমার তো তা চলে না।

কাপড় কোথা হইতে আসে সে জ্ঞান যদি বাড়ির মেয়েদের থাকিত! তাহা ছাড়া দু-এক মাস হয়, লোকে পারে। এই ব্যাপার চলিতেছে কি আজ? কতকাল হইতে এই অবস্থায় তিনি কালযাপন করিতেছেন বা আরো কতকাল করিতে হইবে, তাহা কে জানে?

কিন্তু উপায় কি? উপায়ও তো কিছুই দেখেন না।

এই সময় আর একদিন হেডমাস্টারের কড়া কথা শুনিতে হইল, পরীক্ষার খাতা ভালো করিয়া দাগ দিয়া না দেখার দরুন। হেডমাস্টার বলিলেন—খাতাগুলো কি অমন করে দেখে? ওতে ছেলেদের কি সুবিধে হবে মশাই? আপনি আজকাল কাজে বড় অমনোযোগী হয়েচেন, খাতাগুলো ফেরত দিয়ে যান,ওতে কাজ চলবে না।

সেদিন টিফিনের ছুটিতে স্কুলের গাছতলায় বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে হরিদাসবাবুর মনে হইল, এ বিষম বিপদ হইতে কবে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন? এই বন্ধনদশা চলিতেছে কতকাল,এমন কি কোনো উপায় নাই, যাহাতে তিনি এই দুঃখ, দারিদ্র্য ও ক্রীতদাসত্বের বন্ধন এড়াইতে পারেন?

ভগবান এ প্রার্থনা শুনিলেন।

কি ভাবে তাহা বলি। বড় আশ্চর্য ঘটনা।

থার্ড ক্লাসের শ্রীপতি কুণ্ডু বেঞ্চির তলায় লুকাইয়া একখানা কি বই পড়িতেছে, হরিদাসবাবু দেখিতে পাইলেন। দু'বার বারণও করিলেন—এই কি হচ্ছে? অঙ্ক কষো—তাড়াতাড়ি কষো—

কিন্তু শ্রীপতি অঙ্ক কষিবে কেন, ভগবান যে অদ্য তাহাকেই দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন সংসারক্লিষ্ট হরিদাসের নিকট। এরূপ অলৌকিক ঘটনা আপনারা মহাপুরুষের জীবনীর মধ্যে অনেক পাঠ করিয়াছেন, মনে করিয়া দেখুন। শ্রীপতি আবার লুকাইয়া সেই বইখানা পড়িতে লাগিল। এবার হরিদাসবাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহার কান সজোরে মলিয়া দিলেন। পরে চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কৌতূহলবশত বইখানি খুলিলেন। আগে ভাবিয়াছিলেন, কোনো নাটক-নভেল হইবে—অন্তত ভূতের গল্প। কিন্তু তা নয়, বইখানার নাম 'বীর-বাণী', স্বামী বিবেকানন্দ রচিত। হরিদাসবাবু ধর্মের ধার কখনো ধারিতেন না, তবে বিবেকানন্দের নাম ভালোই জানিতেন। বইখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন বলিয়া হাতে করিয়া রাখিয়া দিলেন।

পরদিন রবিবার। টিউশনি ছিল না। বাড়িতে চা খাইয়া হরিদাস বইখানা লইয়া বসিলেন। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেলেন। এসব কি কথা! আমিই সেই! আমিই ভগবান! অহং ব্রহ্মাস্মি! সোহহং!

কি মহান, কি বিরাট আইডিয়া। কি হিমালয়ের মতো উদার গগনচুম্বী বাণী! হরিদাস মাস্টার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাথা গিয়া মহাব্যোমে ঠেকিল, স্বসংবেদ্য অনুভূতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া গেল—তিনি আজ অজর, অমর, শাশ্বত আত্মা,ভগবান আর তিনি হাত-ধরাধরি করিয়া যুগ যুগ পার হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন অনন্তকাল ধরিয়া, চলিবেন অনন্তকাল ধরিয়া। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, মহাবীর। জগৎকে বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্য, এই পরম সত্য প্রচার করিবার জন্য তিনি লীলাদেহ ধারণ করিয়াছেন—ক্রমে একথাও ধীরে ধীরে হরিদাসবাবুর মনের নিভৃত কোণে বাসা বাঁধিতে লাগিল।

হরিদাস মাস্টার ব্রহ্ম।

এক-আধদিন নয়, সাতদিনে বইখানি অন্তত পাঁচবার পড়িলেন। খাতা দেখিবার জন্য ফোর্থ ক্লাসের নুরুল হকের নিকট হইতে যে নীল পেন্সিলটা আনিয়াছিলেন, তা দিয়া দাগ মারিয়া পড়িলেন, ছেলেদের পরীক্ষার কাগজ হইতে সংগৃহীত সাদা কাগজে অনেক ভালো ভালো কথা টুকিয়া রাখিলেন, রাত্রি জাগিয়া বইখানার মধ্যে উদ্ধৃত অনেক সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলেন, মোটের ওপর বইখানি লইয়া মশগুল হইয়া রহিলেন।

ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু! তুমি বালকমাত্র, তুমি জানো না দুঃস্থ, হতভাগ্য শিক্ষকের জীবনে তুমি কি জিনিস দিলে! এ অনেকটা সেই ঘটনার মতো। হরিদাসবাবু ও তাঁহার এক বন্ধু পায়ে হাঁটিয়া বৈদ্যবাটি বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দুপুর ঘুরিয়া গেল, দু'জনেই অভুক্ত। অবশেষে কোথাকার বাজারের এক অপকৃষ্ট হোটেলে তাঁহারা পিতলের থালায় মোটা চালের ভাত খাইতে বসেন। তখন দুপুর অনেকক্ষণ ঘুরিয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধুটি দারুণ ক্ষুধার মুখে ভাত পাইয়া মহা খুশি, খাইতে খাইতে গদগদ কণ্ঠে বার বার বলিতে লাগিল—হরিদাস তুমি জানো না সিস্টেমকে তুমি কি দিলে!

হরিদাসবাবুর বড় মনে ছিল কথাটা।

শ্রীপতি কুণ্ডু তুমিও জানো না, হরিদাসবাবুকে তুমি কি দিলে!

এই সাতদিনে হরিদাসবাবু সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেলেন। এমন সব বাণী পৃথিবীতে আছে তাঁহাকে কেহ বলে নাই, তিনিই বা কি করিয়া জানিবেন?

স্কুলে গিয়া শ্রীপতি কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে, ও বই কোথায় পেলি?

—আজ্ঞে ও দাদার বই।

—কোথায় পেলে রে তোর দাদা ও বই?

—কোত্থেকে এনেছিল স্যার। আরো আছে ওইরকম দু'তিনখানা বই।

—আছে? আজ টিফিনের সময় নিয়ে আসবি। অবিশ্যি করে আনবি—বুঝলি?

টিফিনের ছুটির পরে শ্রীপতি কুণ্ডু আরও দুখানা বই আনিয়া দিল। বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির 'অধ্যাত্ম-দর্শন'।

হরিদাসবাবু যেটুকু সময় পান, বই দু'খানি পড়েন। দু'দিন টিউশনি কামাই করিলেন। হরিদাসবাবুর স্ত্রী তাগাদা দেন—তুমি এ দু'দিন ছেলে পড়াতে যাওনি যে? আজও তো হিম হয়ে বসে আছ—টিউশনি আছে তো?

থাকবে না কেন?

—তবে যাও না কেন? ঐ দশটা টাকা আসে তাই দুধটা হয়! সকালের ছেলে পড়ানো চলে গেলে দুধ ছাড়িয়ে দিতে হবে। দাম যোগাবে কোথা থেকে? আজও যাবে না নাকি?

—আজ শরীরটা তেমন ভালো নেই।

—এই তো দিব্যি চা খেলে। যাও একবার বেড়াতে বেড়াতে। লালমোহন ঘোষ কড়া লোক, সেবার সেই জানো তো? বেণুর বিয়ের জন্যে তিন দিন কামাই হয়েছিল বলে ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আজ বসে থেকো না, যাও।

লালমোহনের তাগাদার চেয়েও গৃহিণীর তাগাদা কড়া। হরিদাসবাবু স্ত্রীকে ভয় করিয়া চলেন! অগত্যা বই লইয়া চলেন ছাত্রের বাড়ি। ছাত্রের বাবা লালমোহন ঘোষ বড় আড়তদার ব্যবসায়ী। ঘুঘু লোক। লালমোহন বাড়ি ছিল না তাই রক্ষা। হরিদাসবাবু আর আগের মতো অত ভয়ও করেন না। যা বলে বলিবে। পুস্তকের অধীত জ্ঞান যদি দৈনন্দিন কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে না পারা গেল,তবে জ্ঞানের মূল্য রহিল কোথায়?

স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির পুস্তকেই আছে,"যে ব্যক্তি শুধু বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে অথচ একবারও আত্মচিন্তা করে না, ভগবানের সহিত একাত্মবোধ তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে। সেবা-ধর্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ অনেক রচনা করিয়াছে, পাঠ করিয়াছে, কিন্তু কখনো ভিখারিকে একটা পয়সাও দেয় নাই, ভগবানকে চিনিতে বা বুঝিতে তাহার এখনো বহু বিলম্ব।"

হরিদাসবাবু ছাত্রকে ডাকিলেন—কেশব?

ছাত্র বাহিরে আসিয়া বলিল—কাল পরশু এলেন না স্যার?

হরিদাসবাবু আগে আগে এক্ষেত্রে বলিতেন, অসুখের জন্য আসিতে পারেন নাই। কিন্তু এবার তিনি সে লোক নহেন। এত ভয় কিসের? লালমোহন ঘোষের তিনি ধার ধারেন না। সত্য কথা বলিবেন, ইহাতে ভয় করিলে চলে না। অতএব বলিলেন—এমনি একটু অসুবিধে ছিল।

—বাবা বলছিলেন, তাই বলছি স্যার।

—কি বলছিলেন?

—বকছিলেন। জানেন তো বাবাকে-ওইরকম লোক।

—তা কি হবে এখন? বাড়িতে অন্য কাজ ছিল—পড়ো।

ছেলেকে অঙ্ক কষিতে দিয়া হরিদাস মহেশ্বরানন্দ গিরির বই পড়িতে লাগিলেন।

"বিচারবলে কেহ কেহ জানিতে পারেন যে জগৎ ব্রহ্ম, সাক্ষাৎকার হইলে, তবে আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন হয়।"

"যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া সর্ববিধ সংস্কার বর্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাকে ও বহুরূপী জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন।"

হরিদাসবাবুর দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, জ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে। সব সংস্কারের একটি সংস্কারও তাঁহার নাই। ব্রহ্ম ও তিনি যে এক, এ জ্ঞান তাঁহার মর্মে মর্মে ঢুকিয়াছে।

কি ভয়ানক কথা!

এত সহজে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়ানো যায়, কেহ এতদিন তাহাকে বলে নাই কেন?

পুনরায়—"মুক্তপুরুষসহ উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া উত্তমপুরুষ ব্রহ্মে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েন।"

সাধন তো তাঁহার হইয়া গিয়াছে। তিনি সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধন না হইলে দিব্যজ্ঞান হয়? দিব্যজ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে অথবা যদি বাকি থাকে, সামান্যই বাকি।

"তদবস্থায় গুণাতীত আশ্রয়রূপী ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।"

উঃ, এ সব কথা এতদিন কোথায় ছিল?

পুনরায়—"সময় না হইলে তত্ত্বসমূহ জীবের নিকট প্রকাশ করা হয় না। যে উপযুক্ত পাত্র, মহাপুরুষ-বাক্যের সম্পূর্ণ অনুকূল, শুধু তাঁহারই নিকট গভীর শাস্ত্রতত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত হইয়া থাকে।"

ধন্য মহেশ্বরানন্দ গিরি! ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু।

আজ সময় হইয়াছে বলিয়াই তাহা হইলে এ তত্ত্ব তাঁহার চোখের সামনে ভগবান মেলিয়া ধরিয়াছেন।

দিন-কুড়ি কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, হরিদাসবাবু বুঝিতে পারিলেন না। আগের সে হরিদাসবাবু একেবারেই নাই। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে, সে কি আর সাধারণ মানুষ থাকে? হরিদাসবাবুর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, আগের মতো ভীরু তিনি আর নাই, টিউশনির ছাত্রের পিতাকে আর তত গ্রাহ্য করিবার আবশ্যক কি? কিসের ভয় তাঁর? তিনি অজর অমর আত্মা। দু'দিনের জন্য লীলাখেলা করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। এতদিন বুঝিতে পারেন নাই তাই ছোট হইয়া ছিলেন।

হরিদাসবাবু স্বাধীন হইবেন।

সর্বপ্রথমে চাকুরি ছাড়িতে হইবে। জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

সেদিন ভাবিলেন, স্ত্রীকে সব খুলিয়া বলেন, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। দশটার সময় আহারাদি সারিয়া সাজিয়াগুজিয়া প্রতিদিনের মতো বাহির হইলেন, কিন্তু স্কুলে গেলেন না।

পথের মধ্যে আলতাপোলের খালের ওপর যে পুল আছে, তাহার নীচে ঘাসের উপর ছায়ায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। সঙ্গে দু'খানা অধ্যাত্মতত্ত্বের পুস্তক। একপ্রকার লুকাইয়াই রহিলেন এইজন্য যে স্কুলের ছেলেরা স্কুলে যাইবার পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। স্কুলে গিয়া হেডমাস্টারের কাছে বলিয়া দিবে অথবা বাড়িতে তাঁহার স্ত্রীর নিকট। চুপচাপ থাকিয়া বই পড়িতে পড়িতে বিড়ি টানিতে লাগিলেন। বিড়ি ফুরাইয়া গেল। অসুবিধা হইতে লাগিল। বাজার স্কুলেরই কাছে। সেখানে বিড়ি কিনিতে গেলে কেউ না কেউ টের পাইবে, কি করা যায়?

রাস্তা দিয়া একটি লোক বিড়ি টানিতে টানিতে যাইতেছে। কে লোকটা? হরিদাসবাবু মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। একটা বিড়ি কি চাহিবেন? নাঃ, লোকটি কি মনে করিবে।

হরিদাসবাবু ডাকিলেন—ওহে শোনো—

লোকটি রেলিং হইতে নীচের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি বাবু?

—নেমে এসো। বাজারে যাচ্চ কি? দু'পয়সার বিড়ি আমার জন্যে আনবে?

—দাঁড়ান বাবু।

সে নামিয়া আসিল। বলিল—এখানে কি করচেন বাবু?

—এই—এই—ইয়ে কাঠের গাড়ি আসচে কিনা, তাই বসে আছি, কাঠ কিনবো।

লোকটি চলিয়া গেলে হরিদাসবাবুর মনে অনুতাপ হইল। ছিঃ, বিড়ির আসক্তিতে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন? আর বিড়ি খাইবেন না। বিড়ি ত্যাগ করিলেন আজ হইতে। অবশ্য এই দুই পয়সার বিড়ি খাইয়া লইবেন আজকার মতো।

বেলা চারটার পর হরিদাসবাবু পুলের তলা হইতে বাহির হইয়া বাড়ি আসিলেন। দিব্যি চা খাইলেন, খাবার খাইলেন, যেমন স্কুল হইতে ফিরিয়া প্রতিদিন খাইয়া থাকেন।

আবার পরদিনও সেইরকম। তবে এবার পুলের তলায় নয়, মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের তলায় বসিয়া রহিলেন। অদ্য একটি বান্ডিল বিড়ি বসিয়া বসিয়া পুড়াইলেন।

এমনিভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল। দশটায় বাড়ি হইতে রোজ বাহির হন, আবার ঠিক সাড়ে চারটেয় বাড়ি আসিয়া পৌঁছান। কোনো হাঙ্গামা নাই, মুক্ত মন মুক্ত জীবন। এতদিনে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বোধ হয় ভগবান অধ্যাত্ম-সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করেন, সাধককে আরো উন্নত করিবার জন্য। সেদিন বাড়ি ফিরিতেই গৃহিণী বলিলেন—আজ মাইনে হয়েচে?

হরিদাসবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—মাইনে?

—হ্যাঁ গো, মাইনে হয়নি?

—না।

—কেন হয়নি? আজ তো ইংরেজি মাসের সাত তারিখ। পাঁচ তারিখে তো তোমাদের মাইনে হয়।

—আজও হয়নি।

—ইদিকে তো আর চলে না। হাজরি মেছুনি রোজ তাগাদা আরম্ভ করেচে, গায়ের মাংস খুবলে খাচ্চে। দুধওয়ালী আজ সকালেও তাগাদা দিয়েচে—তাদের বলে রেখেচি তুমি আজ মাইনে আনবে।

—তা আজ না দিলে আমি কি করবো?

—চালও বাড়ন্ত। কাল কি হবে তার ঠিক নেই। কি খেয়ে কাল ইস্কুলে যাবে? কাপড় একজোড়া না কিনলে এমাসে, বাড়ি থেকে আর বেরুনো যাচ্চে না।

—না যায় বেরিয়ো না—

এই কথায় গৃহিণী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া ধুন্ধুমার ঝগড়া শুরু করিলেন।

বড় মেয়ে আসিয়া বলিল—বাবা, আমার বই এনে দিলে না?

—কি বই?

—কবিতা সোপান, দ্বিতীয় ভাগ। না কিনলে বুড়ো মাস্টার রোজ বকে। তুমি কালই কিনে দাও বাবা।

—আচ্ছা আচ্ছা, হবে। এখন যা।

গৃহিণী ওঘর হইতে গলা চড়াইয়া বলিলেন—কাল থেকে তোর ইস্কুলে যেতে হবে না। যতদিন না বই কেনা হয়, ততদিন ইস্কুলে যাবিনে, খবরদার বলচি।

সংসার আসার তো বটেই, ঘোর অশান্তিময়। এসব তিনি গ্রাহ্য করেন না, স্ত্রী বকিতেছে, বকুক। নারীজাতির স্বভাবই ওই। তাঁহার মন ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থায় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এসব সাংসারিক ঝগড়া দ্বন্দ্ব অতি তুচ্ছ জিনিস, তিনি এসবের ঊর্ধ্বে আছেন। চিরকাল তো তোমাদের দাসত্ব করিলাম, এখন জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, চোখ রাঙাইয়া আর সাবেক পথে ফিরাইতে পারিবে না ! বকিতেছে, বকিয়া মরুক!

মানুষ কত সহজে দেবতা হয়, তাহার জানা ছিল না। দেবতা কে, না যে সংসারের মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণপথে উদিত হইল। জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতিকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে

পারে সে-ই তো অধ্যাত্ম-রাজ্যের একজন বড় গাঁতিদার বা তালুকদার। তিনি আজ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আছেন—কিসের বলে? ব্রহ্মোপলব্ধি বলে। আত্মসাক্ষাৎকার লাভের বলে। অতএব তিনি জীবন্মুক্ত। তিনি দেবতা।

পরদিনের প্রভাতটি যেন তাঁহার কাছে তাঁহার নবজীবনের প্রভাতের মতো ঠেকিল।

কি সুন্দর শরতের ঝলমলে আলো গাছে-পাতায়। কি সুন্দর বিহঙ্গকাকলী। এসব যেন নতুন চোখে আজ দেখিতেছেন। কিন্তু এ দৃষ্টি কবির দৃষ্টি, আত্মতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর দৃষ্টি নয়। হরিদাসবাবু যে সে কথা বুঝিলেন না তা নয়, তবু ভালো লাগিল এই শরতের আলো, সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ।

কবির দৃষ্টি তাই কি, কবি কি জ্ঞানী নয়?

সবে আসিয়া বাইরের ঘরে বসিয়াছেন, এমন সময় হাজরি মেছুনি আসিয়া বলিল—বাবা ঠাকুর উঠেছেন? দু'দিন আমি আপনার দেখাই পাইনে। পেন্নাম হই। ইয়ে গিয়ে আমার ও-মাসের সেই চিংড়িমাছের দরুন সাতসিকে পয়সা বাকি। আজ না দিলি চলবে না। মহাজনের টাকা বাকি, আজ তাদের দেনা শোধ দিতি হবে।

হরিদাসবাবু বলিলেন—আচ্ছা আচ্ছা, এখন যা—বেলা হলে আসবি।

—কত বেলা হলি?

—আঃ, বিরক্ত করলে! এই বেলা ন'টা, দশটা।

—বাবা ঠাকুর, আপনি ব্যাজার হবেন না, ব্যাজার হলি চলে? আমরা হচ্চি গরিব লোক। আপনার দোর থেকে নিয়ে গিয়ে তবে খাব। একটু বেলা হলি আসবো এখন, দামটা চুকিয়ে দেবেন এখন।

মেছুনি চলিয়া গেল।

হরিদাসবাবু সকাল দশটার আগেই ভাতে-ভাত খাইয়া গিয়া পুলের তলায় বসিলেন। মুশকিল এই যে বিড়ি ফুরাইয়াছে, নগদ পয়সার অভাব। যে কয়টি খুচরা আমি দুয়ানি পকেটে ছিল, স্ত্রীকে দিয়া আসিতে হইয়াছে।

যাক গে। আশাতে আসক্তির বন্ধন। সর্ব-বন্ধন-মুক্ত না তিনি? তিনি না অজর, অমর আত্মা? বিড়ি না টানিলে কি হয়? বিড়ি ছাড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গীতার ভাষ্য পড়িলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর এই ভাষ্যখানি সম্প্রতি পাড়ার রামতারণ মুখুজ্যের কাছে চাহিয়া লইয়াছেন। বুড়ো রামতারণ ঘুঘু লোক, সুদখোর মহাজন, গীতার মহিমা সে কি বুঝিবে? টাকার আন্ডিল, একটা পয়সার সদ্ব্যয় নাই! গীতা অত সহজ জিনিস নয়!

আরো একদিন এভাবে কাটিল।

তাগাদার চোটে পথেঘাটে বাহির হওয়ার জো নাই। বাড়িতেও তিষ্ঠিবার জো নাই। গত মাসের মাহিনা দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে স্কুলের, হরিদাসবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, আজ ইংরেজি মাসের এগারো তারিখ। চার তারিখে মাহিনা হওয়ার দিন। এদিকে আর চলে না। একরাশ দেনা, দুধওয়ালী দুধ বন্ধ করিবে কাল হইতে।

বাড়িতে গৃহিণী বলিলেন—হ্যাঁগো, আর তো চলে না! এবার কি তোমাদের মাইনে হবে না? এত দেরি করচে কেন এবার? আজ ইস্কুলে গিয়ে ভালো করে বলো পোড়ারমুখো হেডমাস্টারকে।

তেরোদিন অনুপস্থিতির পর হরিদাসবাবু আজ স্কুলে গিয়া গুটিগুটি হাজির হইলেন।

তখনো ঘণ্টা পড়ে নাই। হরিদাসবাবুর পা কাঁপিতেছে। জিভ শুকাইয়া গিয়াছে। এতদিন কামাই করিবার কিকৈফিয়ত দিবেন? বড় কড়া হেডমাস্টার!

হেডমাস্টারের অফিসে কম্পিত পদে দুরুদুরু বক্ষে ঢুকিতেই হেডমাস্টার মুখ তুলিয়া চাহিয়া নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এতদিন কি হয়েছিল আপনার?

ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষ হরিদাস সে চশমা-পরা চোখজোড়ার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—স্যার, ইয়ে—বাড়িতে বড্ড অসুখ। তলপেটে যন্ত্রণা। তাই নিয়ে আজ এ ক'টা দিন যে কি ভাবে কেটেচে! তার ওপর রাত জেগে নার্স করতে হচ্চে। আর তো দ্বিতীয় লোক নেই বাড়িতে। কি কষ্টে যে যাচ্চে স্যার! একে পয়সার অভাব, ডাক্তারে-ওষুধেই বিশ-পঁচিশ টাকা ব্যয় হয়ে গেল—বড় বিপদে পড়ে গিয়েচি স্যার—

হেডমাস্টার বলিলেন—বুঝলাম। আপনার একটা খবর দিতে কি হয়েছিল? অসুখ-বিসুখ হতে পারে, সেটা আশ্চর্য নয়—বাট ইউ অট টু হ্যাভ ইনফর্মড মি—স্কুলের ইন্টারেস্ট সাফার করচে, এ জ্ঞান আপনার থাকা উচিত ছিল। আপনি না পুরনো টিচার? না, এরকম হলে হরিদাসবাবু, আই অ্যাম সরি টু টেল ইউ, আমাকে সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হতে হবে আপনার নামে—

—এবারটা স্যার এক্সকিউজ করুন দয়া করে। আমার মাথার একদম ঠিক ছিল না এ কদিন, সে কি কষ্ট আর যন্ত্রণা রাত্রে, যদি দেখতেন স্যার তবে আপনারও কষ্ট হোত—এগারো দিন রাত্রে ঘুমুইনি, ঠায় শিহরে জেগে বসে আছি স্যার—চোখেদেখা যায় না সে যন্ত্রণা—

হরিদাসবাবু কাঁদো কাঁদো হইলেন।